দিনান্তিকা

শান্তিনিকেতনে চা-চক্রের মধ্যমণি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণে, ১৯৩৯ সালে আটটি কোণযুক্ত এই চা-গৃহ নির্মিত হয়। এই বাড়িতে নন্দলাল বসুসহ কলাভবনের ছাত্রদের আঁকা দেওয়ালচিত্র রয়েছে। এখানে একসময় বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এবং কর্মীরা চা-পানের জন্য সমবেত হতেন।

চীন ভবন

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চীন ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়। চীন দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। নানা অমূল্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিতে এই ভবনের গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ। এই ভবনটিকে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তোলেন চীনদেশীয় পণ্ডিত তান য়ুন সান। এই ভবনের নানা স্থানে নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রভাস সেন প্রভৃতি শিল্পীর আঁকা দেওয়াল চিত্র ও stucco পদ্ধতির চিত্র আছে।

রবীন্দ্রনাথের সিলমোহর এবং স্বাক্ষর

হিন্দী ভবন

পূর্বাঞ্চলে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এটি। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ১৯৩৯ সালের ৩১ জানুয়ারি এই ভবনটির দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। হিন্দী ভবন তৈরি হয়েছে বি.এম. হলওয়াসিয়া ট্রাস্টের আনুকূল্যে। দীর্ঘকাল এটি একতলা বাড়ি ছিল। এই ভবনের একতলায় একটি বড়ো ঘরে শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আঁকা ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সাধুসন্তদের জীবনালেখ্য, তাঁর শিল্প-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বিশ্বভারতীর 'হেরিটেজ সেল' কর্তৃক প্রকাশিত।
তথ্য, ছবি ও বিন্যাস : রবীন্দ্রভবন।
© বিশ্বভারতী ২০২৫।

SANTINIKETAN HERITAGE WALK

বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন
আশ্রম পরিক্রমা
বিশ্বভারতী

ছাতিমতলা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্যানের বেদি। আনুমানিক ১৮৬২ সালের মার্চ মাসে তিনি এই জায়গায় প্রথম আসেন এবং দুটি ছাতিম গাছের নীচে ধ্যান করেন। পরে সেখানেই একটি বেদি নির্মিত হয়।

শান্তিনিকেতন-গৃহ

শান্তিনিকেতনের প্রাচীনতম বাড়ি। ১৮৬৩ সালে এই বাড়িটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। ১৮৭৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই বাড়িতে আসেন। তারপর জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি এখানে থেকেছেন। তাঁর বহু বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের সাক্ষী এই বাড়ি। দীর্ঘকাল অতিথিনিবাস হিসেবে ব্যবহৃত এই বাড়িতে মহাত্মা গান্ধীসহ বহু বিশিষ্টজন এসে থেকেছেন। 'উপাসনা-গৃহ' নির্মিত হওয়ার আগে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির একটা ঘরে উপাসনা করতেন। এটাই শান্তিনিকেতনের একমাত্র বাড়ি যেখানে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী ছাড়াও, পুত্র ও কন্যাদের সকলে থেকেছেন।

মহর্ষি

ছাতিমতলায় রবীন্দ্রনাথ

উপাসনা-গৃহ

উপাসনা-গৃহ

ব্রহ্মমন্দিররূপে এই উপাসনা-গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ভিত্তি স্থাপন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মন্দির-স্থাপনের আদর্শ সম্পর্কে ভাষণ দেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মসংগীত গেয়ে শোনান রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর নবনির্মিত এই গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। সেদিনও রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। নানা বর্ণের কাঁচে তৈরি এই গৃহের কোনো জানলা নেই, সবই দরজা। মেঝে মার্বেল পাথরে তৈরি। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এই উপাসনা-গৃহের দ্বার উন্মুক্ত। প্রতি বুধবার ছাড়াও বছরের বিশেষ কিছু দিনে এখানে উপাসনার আয়োজন করা হয়।

তালধ্বজ

একটা তালগাছকে কেন্দ্র করে তৈরি, খড়ের চাল, গোলাকার এই মাটির বাড়িতে থাকতেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক তেজেশচন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী' কাব্যের 'কুটিরবাসী' কবিতাটি এই বাড়ি এবং তেজেশচন্দ্র সেনের স্মৃতি বহন করছে।

নতুন বাড়ি

রবীন্দ্রনাথ সপরিবার বসবাসের জন্য ১৯০২ সালে এই বাড়ি নির্মাণ করেন। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই স্ত্রী মৃণালিনী দেবী প্রয়াত হন। এই বাড়িতে একসময় মহাত্মা গান্ধী, কস্তুরবা গান্ধী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিক্স স্কুলের ছাত্ররা থেকেছেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকদের বাসস্থান হিসেবেও এই বাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে।

দেহলি

দেহলি

১৯০৪ সালে 'দেহলি'র নির্মাণকর্ম শুরু হয়। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ এই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের বসবাসের আগে পর্যন্ত 'দেহলি'ই ছিল কবির প্রধান বাড়ি। বর্তমানে এই বাড়ি শিশুবিদ্যালয় মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালার মূল ভবন।

সন্তোষালয়

শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্বের ছাত্র ও পরে শিক্ষক সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিতে বিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ শিশুদের জন্য ১৯২১ সালে 'সন্তোষালয়' ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। এই বাড়িতে নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়সহ বহু বিশিষ্ট শিল্পীর দেওয়ালচিত্র রয়েছে।

ঘণ্টাতলা

১৯১৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনায় প্রাচীন বৌদ্ধ তোরণের আদলে এই ঘণ্টাতলা নির্মিত হয়। নির্মাণের জন্য রাণু অধিকারী তাঁর ছাত্রবৃত্তির টাকা আশ্রমকে দান করেন। এই ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে ক্লাস এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূচনা ও সমাপ্তি নির্দেশিত হয়।

পূর্ব-তোরণ ও পশ্চিম-তোরণ

সিংহসদনের বাম ও ডান পাশে, বিদ্যালয়-এলাকার প্রবেশ-তোরণের মতো দুটি বাড়ি পূর্ব-তোরণ ও পশ্চিম-তোরণ হিসেবে পরিচিত। বাড়ি দুটি সুরেন্দ্রনাথ করের স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন। একসময় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং অধ্যাপকদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সিংহসদন

রায়পুরের জমিদার লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ প্রদত্ত অর্থে নির্মিত হয় বলে এই গৃহের নাম 'সিংহসদন'। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে নির্মিত। এই গৃহের দেওয়াল, দরজা, জানলা ও চূড়ার নির্মাণ-পরিকল্পনায় বিশেষত্ব রয়েছে। বিচিত্রগঠনের এই গৃহটির স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর। এখানেই ১৯৪০ সালের ৭ অগস্ট এক বিশেষ সমাবর্তন-অনুষ্ঠানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন সভার কাজে এই গৃহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাঠভবন

পাঠভবন

শান্তিনিকেতনের প্রাচীনতম বাড়িগুলির মধ্যে একটি। একসময়ে এখানে ছিল বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ১৮৯৯ সালে এর একতলা নির্মিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। এখানেই ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ পাঁচজন ছাত্র নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। নন্দলাল বসু ও তাঁর সহযোগীদের আঁকা দেওয়াল চিত্র রয়েছে এই ভবনে, যা এই সময় পাঠভবনের দপ্তর।

সিংহসদন